তাগিদপত্র-১

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭১.১১.০০৪.১৩(অংশ-১)-১০০

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন ১৪৩০ / ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়ঃ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যান্ত্রিক শাখার দায়িত্ব পালনকারী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ:দা:) জনাব সুদীপ বসাকসহ অন্যান্যদের অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: (১) দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৬৪.২১.১৭৪৫৭; তারিখঃ ১২/০৮/২০২১
(২) স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭১.২৭.০২৬.২০১৬ (অংশ-১)-৫৩৮; তারিখ: ২২/০৮/২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশন হতে পাওয়ার প্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত ২নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগটি সরেজমিন তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র প্রদান করা হলেও অদ্যাবদি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

০২। এমতাবস্থায়, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যান্ত্রিক শাখার দায়িত্ব পালনকারী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ:দা:) জনাব সুদীপ বসাকসহ অন্যান্যদের অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৮ পৃষ্ঠা।

২০/০২/২০২৴
(মোঃ আব্দুর রাফিউল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৪০৯
ই-মেইল: lgcc2@lgd.gov.bd

পরিচালক (স্থানীয় সরকার)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি-সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
২। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

পত্র সংখ্যা: ৪৬.০০.০০০০.০৭১.২৭.০২৬.২০১৬(অংশ-১).৫৩৮

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪২৮
২২ আগস্ট ২০২১

বিষয়: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ।

সূত্র: দুর্নীতির দমন কমিশনের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৬৪.২১.১৭৪৫৭, তারিখ: ১২/৮/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন হতে পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত পত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রের ছায়ালিপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

২। বর্ণিতাবস্থায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগটি সরেজমিন তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

22/8/21

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫৪১৬
ই-মেইল: lgcc2@lgd.gov.bd

পরিচালক (স্থানীয় সরকার)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
২। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

Scanned with CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৬৪.২১- ২৭৪৫৭ তারিখ: ২২/০৮/২০২২

বিষয়: অভিযোগ প্রেরণ (এনফোর্সমেন্ট তালিকার ক্রমিক নং-০৩ ও প্রাপ্তি নং-৪১৭, তারিখ ০২/০৩/২০২১)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগটির বিষয়ে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর নিকট হতে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন চাওয়ার জন্য কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: এনফোর্সমেন্ট এর ইউ.নোটের ছায়ালিপি ০১ পাতা ও
প্রতিবেদনের ছায়ালিপি ০৪ পাতা।

এ কে এম সোহেল
মহাপরিচালক
ও
আহ্বায়ক (যাচাই বাছাই কমিটি)
ফোন: ৮৩৯১২৩১

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
ডায়েরি নম্বর
তারিখ

নম্বর ... তারিখ ...
১। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-১
২। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-২
৩। নগর উন্নয়ন-১
৪। নগর উন্নয়ন-২
যুগ্মসচিব (নগর-১) অধিশাখা

প্রাপ্তি নং- ৪০৭
তারিখ- ০২/০২/২১
দৈঃ সাঃ অঃ সেল

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট
দুর্নীতি দমন কমিশন

বিষয়: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানের অনিয়মের অভিযোগ।

সূত্র: (ক) স্মারক নং-দুদক/সজেকা/চট্টগ্রাম-১/৪০০৪, তারিখ: ০৯.১২.২০২০ খ্রি.।

দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানের অনিয়মের অভিযোগ গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, স্মারক নং-০৪.০১.০০০০.১০৯.২৮.০০১.১৯-১৫৫৭, তারিখ: ৩০-১১-২০২০ খ্রি: মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ এর সহকারী পরিচালক জনাব মো: আবু সাঈদ নেতৃত্বে গত ০১-১২-২০২০ খ্রি: তারিখ নথি গ্রহণপূর্বক এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয়।

০২। এনফোর্সমেন্ট টিমের অভিযান পরবর্তী প্রতিবেদনে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযানকারী টিম উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের সুপারিশ করেছেন।

০৩। এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানের অনিয়মের অভিযোগটি অনুসন্ধান হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদনটি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে- দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১ এর প্রতিবেদন ০৫ (পাঁচ) পাতা

২৭-১-২০২১

মোঃ মাসুদুর রহমান
উপপরিচালক

পরিচালক
(দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল)দুর্নীতি দমন কমিশন

ইউ. ও. নোট নম্বর: ০০.০১.০০০০.১০৯.০১.০০১.১৯.৫৪

নথিতে দিন/ব্যবস্থা নিন/জরুরী ভিত্তিতে আলোচনা করুন/সংরক্ষণ করুন

মহাপরিচালক ও আহবায়ক, যাবাক
পরিচালক ও সদস্য, যাবাক
ব্যক্তিগত সহকারী
ক্রমিক নং-
তারিখ: ২৪/০২/২১

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪২৭
১১ জানুয়ারি ২০২১

Scanned with CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন
১৪ DEC 2020
বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রাপ্তি নং- ২৫০২
তারিখ- ১৩/১২/২০২০

দুর্নীতি দমন কমিশন

সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১
সরকারী কার্যভবন-২, ৯ম তলা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

স্মারক নং- দুদক/সজেকা/চট্টগ্রাম-১/ ৪০০৪ | তারিখ- ৭/১২/২০২০ খ্রি.।

বিষয় : এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : (১) দুদক, প্রকা, ঢাকার স্মারক নং-০৪.০১.০০০০.১০৯.২৮.০০১.১৯/১৫৯৭ তারিখ-৩০/১১/২০২০ খ্রি.।
(২) দুদক, প্রকা, ঢাকার এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এর নথি নং-ই.এন/চট্ট-১/১২৩৫, তারিখ-৩০/১১/২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে অত্র কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মো: আবু সাঈদ ও উপসহকারী পরিচালক জনাব মো: এনামুল হক অভিযান পরিচালনা শেষে এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০৪ পাতা।

৭/১২/২০
মোহাম্মদ লুৎফর কবির চন্দন
উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১।

উপ পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৫/১২/২০২০

উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
[illegible]
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
উপসহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
[illegible]
নথিভুক্ত নং ২২২৮
তারিখ ১৫/১২/২০

ই.এন-১২৩৫
৩০/১১/২০২০

এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন

প্রাপক ঃ উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় ঃ এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ (১) দুদক, প্রকা, ঢাকার স্মারক নং-০৪.০১.০০০০.১০৯.২৮.০০১.১৯/১৫৯৭ তারিখ-৩০/১১/২০২০ খ্রি.।
২। দুদক, প্রকা, ঢাকার এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এর নথি নং-ই.এন/চট্ট-১/১২৩৫, তারিখ-৩০/১১/২০২০।

অভিযান পরিচালনার তারিখ ঃ ০১/১২/২০২০ খ্রি.।

অভিযোগের বিষয় ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনাকাটায় অস্বাভাবিক ব্যয় ও জরুরী সেবা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ।

অভিযোগের সত্যতা ঃ হ্যাঁ।

অভিযানের বিবরণ ঃ বর্ণিত স্মারক মূলে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ গত ০১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে উপস্থিত হয়ে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী মোজাম্মেল হকের সাথে সাক্ষাত করে অভিযোগের বিষয়টি তাকে অবহিত করা হয়। তিনি আইসোলেশন সেন্টারের জন্য সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদি ও ভৌত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও প্রাক্তন কন্ট্রোলার অব স্টোরস জনাব সুদীপ বসাক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব আবু সাদাত মো: তৈয়ব, প্রোগ্রামার জনাব মো: ইকবাল হাসানের নিকট থেকে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, স্যানিটাইজিং সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করা হয়। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত আইসোলেশন সেন্টারের জন্য ০৬টি উপখাতে মোট ১,৩০,১৩,৬৯৭/- টাকা মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

১) যন্ত্রপাতি ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয় বাবদ ৮২,৩৩,৯০০/-
২) ভৌত উন্নয়ন কাজ (রিনোভেশন) বাবদ ২৬,৬১,৯৯৯/-
৩) বৈদ্যুতিক কাজ বাবদ ১,৭৯,৯৫৩/-
৪) খাবার সরবরাহ, আবাসন ও স্টেশনারী মালামাল ক্রয় বাবদ ৯,৭৭,৯৯৫/-
৫) সেবা বিষয়ক (ঔষধসহ অন্যান্য) ২,৩৭,৫৫০/-
৬) নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সংযোগ, সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন ও টেলিভিশন ক্রয় বাবদ ৭,২২,৩০০/-

সংগৃহীত নথিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ মহামারী আকার ধারণ করায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামের হালিশহরস্থ সিটি হল কমিউনিটি সেন্টারে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য বিগত ০১/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে মাননীয় মেয়র জনাব আ জ ম নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে তৎকালীন

Scanned with CamScanner

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: সেলিম আক্তার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<u>যন্ত্রপাতি ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয়</u> ঃ রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত ০৪ টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান থেকে ০৬টি লটে সরাসরি পদ্ধতিতে আইসোলেশন সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয় করা হয়; যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মালামালের ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদিত বিল
১	মেসার্স এবি কর্পোরেশন	স্যানিটাইজিং সামগ্রী	৩৯,০২,২০০/-	৩৯,০২,২০০/-
২	মেসার্স এবি কর্পোরেশন	স্যানিটাইজিং সামগ্রী	৩২,৬৯,২০০/-	৩২,৬৯,২০০/-
৩	এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক ইন্ডা:	প্লাস্টিক সামগ্রী	৩,০৭,২৫০/-	৩,০৭,২৫০/-
৪	এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক ইন্ডা:	প্লাস্টিক সামগ্রী	৩,০৭,২৫০/-	৩,০৭,২৫০/-
৫	আলিফ এন্ড ব্যাংক	KN95 Mask	২,৬৪,০০০/-	২,৬৪,০০০/-
৬	গ্রামার কিডস	N95 Mask	১,৮৪,০০০/-	১,৮৪,০০০/-

যন্ত্রপাতি ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত ছক অনুযায়ী (১২৫+১২৫)=২৫০ সেট রোগীর সিটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অযুহাতে জরুরী ভিত্তিতে সরঞ্জামসহ রোগীর বেড ক্রয়ের জন্য PPR 2008 এর ৭৬(১) এর ঞ ধারায় ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একক দরদাতা মেসার্স এবি কর্পোরেশনকে বর্ণিত (৩৯,০২,২০০+৩২,৬৯,২০০)=৭১,৭১,৪০০/- টাকা মূল্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও কন্ট্রোলার অব স্টোরস জনাব সুদীপ বসাক কর্তৃক গত ১০/৬/২০২০ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। একক দরদাতা মেসার্স এবি কর্পোরেশন এর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে মেসার্স তাজ সার্জিক্যাল মার্ট, আন্দারকিল্লাহ, চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন আইটেমের তৎকালীন বাজার দর যাচাই করা হয়। যাচাইকৃত বাজার দর অনুযায়ী বিভিন্ন মালামালের নিম্নোক্ত দাম উল্লেখ করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	প্রতিটির মূল্য	আইটেমের সংখ্যা	মোট মূল্য	
১.	বেড	১৫,৮০০/-	২৫০	৩৯,৫০,০০০/-	
২.	মেট্রেস/ফোম	৩,৪০০/-	২৫০	৮,৫০,০০০/-	
৩.	বেড শীট	২৮০	৫০০	১,৪০,০০০/-	
৪.	বালিশ	৬৫০/-	৩০০	১,৯৫,০০০/-	
৫.	রাবার শীট	৩৫০	২৫০	৮৭,৫০০/-	
৬.	স্যালাইন স্ট্যান্ড	৯০০/-	২৫০	২,২৫,০০০/-	
৭.	বালতি	৪৫০/-	৫০	২২,৫০০/-	
৮.	ইউরিনাল পট	৮০/-	৫০	৪,০০০/-	
৯.	গামলা	৩০০/-	২৫০	৭৫,০০০/-	
১০.	মগ	৪০	১০০	৪০০০/-	
১১.	মাস্ক	প্রতি প্যাকেট ৪৮৫/-	৫০	২৩,৭০০/-	
১২.	হ্যান্ড গ্লাভস	৯৫০/-	৫০	৪৭,৫০০/-	
১৩.	মশারী	৩৫০/-	২৫০	৮৭,৫০০/-	
১৪.	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	১২৫/-	৫০০	৬২,৫০০/-	
১৫.	স্যাভলন (৫লিটার)	১৪০০/-	১২	১৬,৮০০/-	
১৬.	ডিজিটাল থার্মোমিটার	৩৫০/-	৬	২,১০০/-	
১৭.	অক্সিমিটার	৩,৮০০/-	২০	৭৬,০০০/-	

Scanned with CamScanner

১৮.	অক্সিজেন মাস্ক	৩৫০/-	২০	৭,০০০/-	
১৯.	অক্সিজেন মিটার	৫,৪০০/-	১০	৫৪,০০০/-	
২০.	অক্সিজেন সিলিন্ডার	১৯,৫০০/-	৩০	৫,৮৫,০০০/-	

মোট=৬৫,১৫,১৫০/-

কিন্তু সরেজমিনে পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত প্রকিউরমেন্ট কর্মকর্তা জনাব সুদীপ বসাক এবি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্ণিত মূল্য অন্যত্র যাচাই না করেই উক্ত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে সরঞ্জাম ক্রয় করেন। ক্রয় বাজার মূল্য থেকে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেমন ৪০/- টাকা দরের মাস্ক ক্রয় করা হয়েছে ১৫০/- টাকা, ৯৫০/- টাকার হ্যান্ড গ্লাভস ক্রয় করা হয়েছে ১৮০০/- টাকায়, ২৮০/- টাকার বেড শীট ক্রয় করা হয়েছে ৭০০/- টাকায়, ৪০০০/৫০০০ টাকার বেড ক্রয় করা হয়েছে ১৫,৮০০/- টাকায়, ১৯,০০০/- টাকার অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্রয় করা হয়েছে ২৭,০০০/- টাকায়। একইভাবে সকল দ্রব্যাদিতে বেশি খরচ দেখিয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অযুহাতে অসৎ উদ্দেশ্যে PPR 2008 এর ৭৬(১) এর এঃ ধারার অপব্যবহার করে টেন্ডার ছাড়াই মেসার্স এবি কর্পোরেশন থেকে ৭১,৭১,৪০০/- টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু PPR 2008 এর বিধান অনুসরণ করলে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে (OTM) ক্রয় করার প্রয়োজন ছিল। সেক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচাই পূর্বক অনেক কম মূল্যে মালামাল ক্রয় করা যেত। যার ফলে সরকারী অর্থের অপচয় হতো না। উক্ত উপখাতে আরও ০৩ টি প্রতিষ্ঠান থেকে ০৪টি লটে মোট ১০,৬২,৫০০/- টাকার মালামাল ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। যেখানে মালামাল ও স্যানিটাইজিং সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন বাজার মূল্য যাচাই না করে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজের মত কয়েক গুণ বেশি মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। যার ফলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একইভাবে বাকী ০৫ টি উপখাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অযুহাতে অসৎ উদ্দেশ্যে PPR 2008 এর ৭৬(১) এর এঃ ধারার অপব্যবহার করে টেন্ডার ছাড়াই বাজার মূল্য যাচাই না করে সামগ্রী ক্রয় এবং অন্যান্য কাজ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের মন মতো কয়েক গুণ বেশি খরচ দেখিয়েছেন। যার ফলে সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম ও ঠিকানা ঃ

এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক সংগৃহীত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ঃ

১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আইসোলেশন সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত ০৬টি উপখাতে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রের ফটোকপি।

২) প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ও আহ্বায়ক, আইসোলেশন সেন্টার গঠন বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন।

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব ঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম	অপরাধের বিবরণ/কিভাবে দায়ী	সংশ্লিষ্ট ধারা
১	জনাব সুদীপ বসাক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও	ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে	

Scanned with CamScanner

	কন্ট্রোলার অব স্টোরস চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।	
২	সালমা খাতুন সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ও প্রকিউরমেন্ট অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।	
৩	আবু সাদাত মোঃ তৈয়ব নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।	ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।	
৪	মোঃ ইকবাল হাসান প্রোগ্রামার ও আইটি অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।	
৫	ঝুলন কুমার দাস তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন।	

অভিযান পরিচালনাকালে বর্ণিত ব্যক্তি ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রকাশ্যে অনুসন্ধানকালে তাদেরন নাম, ঠিকানা, দায়-দায়িত্ব ও সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যাবে মর্মে এনফোর্সমেন্ট টীম মনে করেন।

মতামত/সুপারিশ ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত আইসোলেশন সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি, স্যানিটাইজিং সামগ্রী ও অন্যান্য মালামাল ক্রয় এবং সরবরাহের নিমিত্তে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে ক্রয় ও খরচ দেখিয়েছেন মর্মে বর্ণিত অভিযোগটি রেকর্ডপত্রের আলোকে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত অভিযোগটি প্রকাশ্যে অনুসন্ধান করার সুপারিশ করে অত্র এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর ঃ

০৮/১২/২০২০
মোঃ এনামুল হক
উপসহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১।

০৮/১২/২০২০
মোঃ আবু সাঈদ
সহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১।

Scanned with CamScanner